॥ গজাননের বড় হওয়া ॥

ছুট, ছুট, ছুট । বাঁধাহীন, বন্ধনহীন দৌড় । দানহাতটা ঝুলছে । এমন মেরেছে বাবা । গজানন জীবনে এত মার খায় নি । হাতটা বোধহয় বাদই দিতে হবে ।

কতক্ষন দৌড়েছে জানে না । শীতের wardha গ্রাম । বেশ গ্রামই বটে । পাশের গ্রামে দাদুর বাড়ি । এসে সোজা দাদুর dispensary তে । দাদু কবিরাজি চিকিৎসা করেন ।

দেখে তো চক্ষু চরকগাছ । ' কি করে হল রে? ' সঙ্গে সঙ্গে কত ওষুধ -- - কত গাছপাতা দিয়ে হাত bandage করে দিলেন ।.

ব্যথা বহুদিন ছিল । একবারও বলেনি দাদুকে যে বাবা মেরেছে ।

বাবা ঐরকমই । অভাবের সংসার । নেক ভাইবোন । সন্ধেবেলায় মদে চূড় । এসেই ছেলের নামে নালিশ । গজানন বড় ছেলে । খুব দুষ্টু । প্রাতিদিনের নালিশ প্রতিবেশিদের । এবারে তাই খুব মেরেছে ।

.....**.....**.....**.....**.....**

ওয়ার্ধা থেকে প্রায় ৫০-৬০ কি মি দূরে নাগপুর । অনেক বড় শহর । গাড্ডীগুদামের রাস্তাগুলোতে বড় বড় ট্রাক । সর্বদায় ব্যস্ত রাস্তা । সর্দারের ধাবাতে খাবারের ব্যবস্থা, বিশ্রাম, স্নান সব আছে । সর্দারজি হাত ধুতে গিয়ে দ্যাখে মাটীতে একটা ছেলে শুয়ে আছে । অঘোরে ঘুমুচ্ছে । সবাইকে ডেকে আনল । বলল, এক কাজ কর, ওকে তুলে একটা খাটিয়াতে শুইয়ে দাও । ওকে ঘুমোতে দাও ।

গজানন কতক্ষন ঘুমিয়েছে জানেনা । ঘুম ভাঙ্গল, চীৎকার, চেঁচামেচিতে । চোখ খুলে দ্যাখে বড় বড় চেহারা , ইয়া দাড়ি , গালপাট্টা । উঠে বসল । রাত হয়েছে। অনেকক্ষন লাগল ঠাহর করতে। মনে পড়ল নাগপুরগামী একটা বাসে উঠে পড়েছিল। পয়সা ছিল না। Conductor দয়া করে এখানে নামিয়ে দিয়েছিল। ভীষন খিদে পেয়েছিল। সাথে ঘুম। কি করে এই দোকানে এসেছে মনে পড়ছে না।

এখন খিদে পেয়েছে । হঠাৎ একটা লোক ওকে দেখে চীৎকার করে উঠল ,সর্দারজী, দেখ , ছেলেটা উঠে বসেছে । সর্দার এল । খিদে পেয়েছে তোর ? গজানন হ্যাঁ বলল । কাকে চেঁচিয়ে বলল, একে খেতে দে । তা খাবার এল । এত খাবার একসাথে কখনো চোখেই দেখেনি । খাওয়া তো দূরের কথা । খেয়ে আবার ঘুম । কী ঘুম । কী ঘুম ।

ব্যস, হিল্লে হয়ে গেল সর্দারের ধাবাতে । খাওয়া, থাকা, হাতখরচা, বাসনমাজা, বাজার করা, লোককে খাওয়ানো । এই কাজ । সপ্তাহে একরাত ছুটী । পাশের cinema hall এ picture দেখা । কী সুন্দর জীবন । না কারো বকুনি, না মার খাওয়া ।

মাঝে মাঝে বাড়ীর কথা মনে পড়ত । গ্রাম, ভাইবোন, মা, বাবা, গরু, ছাগল সব । গ্রামের সেই রাস্তা । মনে করতে ভালো লাগত । ভাবত ফিরে যাবে । বাবার মারের কথা মনে হতেই ফিরে যাওয়ার idea cancel..l

বহুদিন ছিল ধাবাতে । একবার কি হল । এক সর্দার ড্রাইভারের cleaner চলে গেছে । সে ধাবার মালিককে বলল একটা কাজের লোক খুঁজে দিতে ।

মালিক গজাননকে ডেকে বলল, কি রে, গাড়ীতে কাজ করবি ? নতুন নতুন জায়গা দেখার লোভে রাজী হয়ে গেল । মাইনেও ভালো । গজাননের একটায় শর্ত , থাকার জায়গা দিতে হবে ।

শুরু হল গজাননের জীবনের আর এক অধ্যায় । কত জায়গা যে ঘুরেছে, তার ইয়ত্তা নেই । কত ভাষা-ভাষী লোক, কত রাস্তা, পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, কত রাত, কত দিন শুধু রাস্তাতেই কেটে গেল । প্রায় বছর পাঁচেক এইভাবেই কেটে গেল । হঠাৎ একদিন মনে হল, আর না, আর ভালো লাগছে না । এবার কোথাও থিতু হতে হবে ।

সর্দারকে বলল । সর্দার রাজী । কিন্তু, জিগেস করল, করবিটা কি ? গজানন জানে না ।

শেষমেষ এক গ্যারেজে চাকরি পেল । নাগপুরে, সেই ধাবার সর্দারের চেষ্টায় ।

সর্দার ড্রাইভারের সাথে কাজ করতে করতে নাট, বল্টু, টাইট করা, tire, tube leak সারিয়ে, সেগুলো লাগানোতে বেশ expert হয়ে গেসল গজানন । গ্যারাজে খুব সহজেই নিজেকে মানিয়ে নিল । মালিক খুশী । খুশী গজাননও । টাকা-পয়সাও মন্দ জমে নি ।

হঠাৎই পুরোনো ধাবার সর্দারের কথা মনে পড়ল । একটা বিষয়ে আলোচনা দরকার হয়ে পড়েছে । সর্দার তো মহা খুশী । আদর করে খেতে দিল । খবরাখবর নিল । গজানন সুযোগ পেয়ে মনের কথা খুলে বলল । এবার থিতু হয়ে চায় মন । কথার মাঝে রান্নাঘর থেকে আওয়াজ এল,

-- সাহেব kitchen এ জল আসছে না ।

সর্দার বকে দিল,

--আমি তার কি করব ? Plumber ডাক্ ।

-- Phone তুলছে না ।

মহা বিপদ হল । সর্দার নিজের মনেই গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল । গজানন ওমলেট খাচ্ছিল । খেতে খেতেই বলল,

--আমি একবার দেখব, সাহিব ?

--দ্যাখ, পারিস কিনা ।

সেই শুরু । কল ঠিক করে দিল নিমেষে । পরে সর্দারের নিয়মিত plumber এর সাথে দোস্তি হয়ে গেল । সে গুরু, গজানন চেলা । বহু বছর গুরুর সাথে একসাথে কাজ করেছে । শিখেছে প্রচুর । শিখেছে সততা ।

--ন্যায্য দাম নিবি, বেশী লোভ করবি না , গুরুর উপদেশ ।

মাঝে গুরুর নির্দেশেই বিয়ে করেছে । গ্রামের মেয়ে । গুরু উড়িষ্যার, গজানন মারাঠি । কী সুন্দর বন্ধুত্ব । পাড়ায় একডাকে সবাই চেনে ।

.....**.....**.....**.....**.....**.....**

অবিনাশ গল্প থামিয়ে হাসল । জিজ্ঞেস করলাম..

--কি হল? পুরোটা বল ।

অবিনাশ বলল,

--দেখ ওইটুকুই শুনেছিলাম গজাননের থেকে । বাড়ীর কাজে ডেকেছিলুম । অনেক বড় কাজ ছিল । কাজের ফাঁকে ওর জীবনের গল্প বলেছিল । তোমাকে তাই শোনালাম ।

.....**.....**.....**.....**.....**.....**

এ ঘটনার অনেক বছর পরে গজাননের সঙ্গে অবিনাশের হঠাৎ দেখা । নাগপুরের ব্যস্ত বাজারে । সদর বাজারে । Hardware এর কিছু জিনিষ কেনার জন্য অবিনাশ এসেছিল সদর বাজারে । বিরাট দোকান দেখে গাড়ী দাঁড় করেছিল । বিশাল showroom । GG hardware । জিনিষ কিনে বেরিয়ে আসছিল অবিনাশ । একটা পরিচিত কন্ঠের আওয়াজ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল । কোথায় শুনেছে এ আওয়াজ

। বহুদিন আগে শোনা। আওয়াজ কাছে এল। আওয়াজের মালিকও । সময় লাগল চিনতে। সুন্দর জামা, প্যান্ট, কোট, টাই। পিছন থেকে কর্মচারীটা এসে ফিসফিস করে বলল, দোকানের মালিক। এবার ঠিক চিনেছে, দুজনেই দুজনকে। অবিনাশ বলেই ফেলল,

--গজানন তোমাকে আমি চিনতে পারি নি !

একগাল হাসি গজাননের। হাসিতে সেই সরলতা এখনো হারায়নি ।

আদর করে ওর chamber এ বসালো। আধুনিক অফিস। AC, computer সব আছে।

নিজেই নিজের গল্প বলল। সব গুরুর আশীর্বাদ। বাকীটা নিজের মেহনত। দোকানের নাম GG মানে গজানন গায়কোয়াড।

গজাননকে সফল দেখে অবিনাশ খুব খুশী হল । অবিনাশকে প্রনাম করে বলল,

--আশীর্বাদ করুন যেন সর্বদায় সত্যের পথে চলতে পারি ।

--ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, অবিনাশ আশীর্বাদ করে বলল ।

গ্রামের তথাকথিত অশিক্ষিত গরীব একটা ছেলে এত বড় শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে দেখে অবিনাশ সত্যি খুব খুশী হল ।

আহা ! সবাই যদি এভাবে সফল হোত, কি ভালোই না হত তা'হলে ।

ফিরতি পথে অবিনাশ ধনতোলীর মা কালীকে প্রনাম করে গজাননের জন্য আশীর্বাদ চেয়ে নিল ।

অনুলিপি করবেন না

নাগপুর শহরে সন্ধে নামছে। এই বেলা বাড়ী পৌঁছতে হবে। অবিনাশ গাড়ী start দিল।

তাপস ভট্টাচার্য

নাগপুর

১৫/০৩/২০২৩

অনুলিপি করবেন না